যায়যায়দিন

তারিখ ১১ MAY 2010
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

বেপরোয়া ‖ সোমবার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের মধ্যে আবার ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। এ সময় তাদে হামলায় ৮ ছাত্রীসহ ২৫ জন আহত হন
–যায়

তবুও থামছে না ছাত্রলীগ জবিতে দু'গ্রুপে সংঘর্ষ

চট্টগ্রাম সরকারি কলেজেও মারামারি

যাযাদি রিপোর্ট

তবুও থামছে না ছাত্রলীগ। সোমবারও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে সংঘর্ষ ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ায় ছাত্রী-শিক্ষিকাসহ উভয় গ্রুপের ২৫ নেতাকর্মী আহত হয়েছে। এ ঘটনায় বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. হাসনা হেনা বেগমকে আহ্বায়ক করে চার সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। অন্যদিকে চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে পাঁচজন আহত হয়েছে।

আমাদের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি জানান, বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ২৭(৪) ধারা বাতিল দাবিতে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী গতকাল সকাল ১০টার দিকে জবি শিক্ষার্থীরা ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন করে শহীদ মিনারের পাদদেশে সমাবেত হয় এবং বিক্ষোভ মিছিল বের করে। এ সময় শিক্ষার্থীরা তাদের দাবি সংবলিত ব্যানার ও পোস্টার ব্যবহার করে। মিছিলটি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ শেষে শহীদ মিনারের সামনে সমাবেশ করে। সমাবেশে শিক্ষার্থীরা অবিলম্বে আইন সংশোধনের দাবি জানায়। থামছে : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

থামছে : ছাত্রলীগ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সকাল ১১টায় এ সমাবেশ চলাকালে ছাত্রলীগের একটি গ্রুপের কর্মী সৌরভ, তরিকুল, সুমন, মিলন, মাহদীসহ বেশ কয়েকজন ক্লাসে অবস্থান করার অভিযোগ তুলে ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের ষষ্ঠ সেমিস্টারের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালায়। এতে রিনা, সুপ্ত, সুরাইয়া, বনশ্রী, তন্বী, শীমা, অম্বু ও শায়েলা আহত হয়। এ সময় তারা ওই বিভাগের ১১৩ নাম্বার কক্ষের শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ এবং কক্ষটি ভাঙচুর করে।

এক পর্যায়ে ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের পক্ষ নেয় বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি কামরুল হাসান রিপন গ্রুপের নেতাকর্মীরা। এ নিয়ে ছাত্রলীগের এক গ্রুপ অন্য গ্রুপের কর্মীদের ধাওয়া করলে শুরু হয় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া। এর এক পর্যায়ে তা ভয়াবহ সংঘর্ষে রূপ নেয়। এ সংঘর্ষে উভয় গ্রুপের বিশ্বজিৎ, পরিমল, কানন, রোকন, শফিক, রানা, আরিফ, সৌরভ, সুমন, জিকু, মাহদী, সোলেইমানসহ কমপক্ষে ১৭ নেতাকর্মী আহত হয়। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সংঘর্ষ চলাকালে ঘটনাস্থল থেকে সাধারণ ছাত্র পরিসংখ্যান বিভাগের পঞ্চম সেমিস্টারের মামুন এবং গণিত পঞ্চম সেমিস্টারের বাবলুকে আটক করে কোতোয়ালি থানা পুলিশ। পরে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় চেয়ারম্যানরা থানায় গিয়ে আটককৃতদের ছাড়িয়ে আনেন।

এদিকে এ ঘটনায় বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. হাসনা হেনা বেগমকে আহ্বায়ক করে চার সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর কাজী আসাদুজ্জামান, সহকারী প্রক্টর এমরান হোসেন ও অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র পাল।

তবে এ সংঘর্ষে ছাত্রলীগের কারো সম্পৃক্ততা নেই বলে দাবি করেছেন ছাত্রলীগ নেতারা। তারা বলেন, ছাত্রলীগের কারো এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার প্রমাণ পেলে তাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিকভাবে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মেসবাউদ্দিন আহমেদ বলেন, ঘটনাটি অনাকাঙ্ক্ষিত। এ ধরনের ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের খুঁজে বের করা হবে। তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা হবে।

অন্যদিকে চট্টগ্রাম অফিস জানায়, চট্টগ্রাম সরকারি বাণিজ্য কলেজে ছাত্রলীগের দুপক্ষের সংঘর্ষে পাঁচ ছাত্র আহত হয়েছে। তাদের বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ভর্তি নিয়ে সোমবার সকালে এ সংঘর্ষ হয়।

কলেজ সূত্র জানায়, ছাত্রভর্তি নিয়ে আজম-নাসির গ্রুপ ও আবদুল কাদের-প্রকাশ গ্রুপের মধ্যে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ সময় উভয়পক্ষ একে অন্যের ওপর লাঠিসোটা নিয়ে হামলা চালায়। এতে উভয়পক্ষের অন্তত পাঁচজন আহত হয়। তারা হলো প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী ইভান (১৮), রাজীব রায় (২২) রিপন (২২), রুবেল দে (২০) ও লিমন (২০)। ডবলমুরিং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আইনুল বলেন, ছাত্রলীগের দুপক্ষের মধ্যে সামান্য ঝামেলা হয়েছিল। পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে পরিস্থিতি শান্ত হয়।